|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **কপি যুক্তিবিদ্যা সংজ্ঞা?পাঠের প্রয়োজনীয়তা?** (ভূমিকা)যুক্তিবিদ্যা হলো দর্শনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা।দর্শনের শাখাটিতে বিধিসম্মত নিয়মাবলীর সম্মিলন ঘটানো হয়েছে।যুক্তিবিদ্যা বিভিন্ন প্রকার সাক্ষ্যের যথার্থতা ও প্রমাণমূল্য বিষয়ক প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা করে ঐতিহ্যগতভাবে যুক্তিবিদ্যা প্রধানত যা পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য গঠিত হয় তা নিয়েই আলোচনা করে। (কপির মতে যুক্তিবিদ্যা)জেভেনস যুক্তিবিদ্যাকে যুক্তিপদ্ধতির বিজ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন।তিনি এ সংজ্ঞাটিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন।জেভেনস যে যুক্তিপদ্ধতির কথা বলেছেন,কপির মতে,এ যুক্তি পদ্ধতিও এক ধরনের চিন্তন।এখানে অনুমানের মাধ্যমে আশ্রয়বাক্যে থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় মাত্র।কিন্তু তা চিন্তুনেরই একটা বিশেষ প্রকার ছাড়া আর কিছুই নয়।আর এক কারনেই তা মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।কারণ মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে  মনোবিদকেও অনেক সময় যুক্তিবিদ্যার মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের জটিল ও মানসিক ক্রিয়া ও আবেগধর্মী।প্রকৃতির আলোচনা পর্যালোচনা করতে হয়।উপরে মতাবাদগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যুক্তিবিদ্যা একই সাথে একটি বিজ্ঞান ও একটি কলা।(যুক্তিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা(প্রথমত) যুক্তিবিদ্যা আমাদের চিন্তা পদ্ধতি এবং বুদ্ধিবৃওিকে সজিব ও সক্রিয় করে আরো দক্ষ ও উন্নত করে তোলে।(দ্বিতীয়ত)যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে শুদ্ধভাবে চিন্তা করতে শিক্ষা দিয়ে আমাদের যুক্তিকে যথার্থ সুশৃংখল ও সুসঙ্ঘবদ্ধ করে এবং সঠিকভাবে যুক্তি প্রোয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন সরবারাহ করে।(তৃতীয়ত)যুক্তিবিদ্যা পাঠ এবং প্রকার মানসিক ব্যায়াম স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য যেমন শরীর চর্চার প্রায়োজন আছে,ঠিক তেমনভাবে আমাদের চিন্তাশক্তিকে সজিব ও সক্রিয় এবং উন্নত রাখার জন্য যুক্তিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। (চতুর্থত)যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান আমাদের স্বভাবজাত আসবেকে নিয়ন্ত্রন করে সঠিক পথে চলতে সহায়তা করে।সুতরাং আমাদের স্বভাবজাত আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যুক্তিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা।(পঞ্চমত)যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান আমাদের মনকে কুসংস্কার ও নির্বিচার বিশ্বাস থেকে বিরত রাখে।(ষঠত)যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান আমাদেরকে নিজের ভুল এবং অপরের ভুল ধরিয়ে দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।তাই জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম বিষয় হিসেবে যুক্তিবিদ্যা পাঠ অপরিহার্য।  **ভাষার কাজ কি?আবিগত্য ও আবেগনিরপেক্ষ পার্থক্য?(**ভূমিকা)ভাষা হলো মানুষের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম।যুক্তিবিদ আরভিং এম কপি তার"introduction to logic"গ্রন্থে ভাষার প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।তিনি বলেন ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুবিদ কার্যসম্পাদন করে থাকে।(আরভিং এম কপি মতে ভাষার কার্যাবলী)আরভিং এম কপি ভাষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষা তিনটি ক্ষমতার কথা নির্দেশ করেছেন।যথা: 1পরিবাহী কাজ 2প্রকাশনী কাজ 3নির্দেশনা কাজ।(পরিবাহী কাজ)কপির মতে "আমরা একটি বচন এ কোনকিছু সম্পর্কে কোনকিছু স্বীকার বা অস্বীকার করি।এ স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে চলে"।যেমন- আমরা কথা বলি, 'গোলাপ ফুল হয় লাল' কিংবা 'মানুষ নয় অমর'তখন এ দুটি বচনের মাধ্যমে দুই ধরনের ভাব প্রকাশিত হয়ে থাকে।(প্রকাশনী কাজ)এম কপির মতে,ভাষার প্রকাশনী ক্ষমতার সর্বকৃষ্ট উদাহরণ হলো কবিতা।কবিতা হচ্ছে কবি অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম।কবিতার ভাষায় তিনি তার মনের গোপনতম সৃষ্ট আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে থাকে। ভাষার মাধ্যমে  একজন কবি প্রকাশনী কাজ করে অপরের মনে ভাবাবেগ বা অনুভূতির জন্ম দেয়।(নির্দেশনা কাজ)কপির মতে,নির্দেশনী ক্ষমতা ভাষার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।আদেশ ও অনুরোধ হচ্ছে ভাষার নির্দেশনী কাজের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।আদেশ ও অনুরোধের মাধ্যমে অতি সরাসরিভাবে ভাষার এ ধরনের কাজ পালিত হয়ে থাকে।আদেশ বা অনুরোধ এর মাধ্যমেই ভাষার নির্দেশনী প্রক্রিয়াটি কাজ করে চলে।(আবেগাত্মক ও আবেগ নিরপেক্ষ ভাষার পার্থক্য)(সংজ্ঞাগত)যেসব ভাষায় আবেগময় শব্দের থাকে প্রভাব থাকে তাকে আবেগময় ভাষা বলে। অন্যদিকে যেসব ভাষায় আবেগবর্জিত বা নিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো আবেগ নিরপেক্ষ ভাষা।(প্রকৃতিগত)যুক্তিবিদ কপি আবেগময় ভাষাকে বালিশের মতো নরম এবং আবেগ নিরপেক্ষ ভাষাকে হাতুড়ির মতো শক্ত বলেছেন।(প্রয়োগগত)আবেগময় ভাষা কাব্য রচনা,ধর্মীয় ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যদিকে আলোচনায় কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় আবেগ নিরপেক্ষ ভাষা প্রযোজ্য।(সত্য উদঘাটন)কোন বিষয় বা ঘটনার কার্যকর নয়।কিন্তু কোন ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে আবেগ নিরপেক্ষ ভাষা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল।(বাস্তব ঘনিষ্ঠতা) আবেগময় ভাষার বাস্তবঘনিষ্ঠতা হবে এমন কোন কোন সত্যের অনুসন্ধানে আবেগ নিরপেক্ষ ভাষাই উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক। | **সহানুমান কি?উদাহরণসহ মানে নিয়মগুলো?** (ভূমিকা)সাবেকি যুক্তিবিদ্যায় অবরোহ অনুমানকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।যথা:ক অ-মাধ্যম অনুমান এবং খ)মাধ্যম অনুমান।সহানুমান এক ধরনের মাধ্যম অবরোহ অনুমান। (সহানুমান)যুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে এরিস্টটলই প্রথম সহানুমান সম্পর্কে আলোচনা করেন অ্যারিস্টটলের মতে,সহানুমান বা ন্যায় অনুমান হল এমন একটি পদ্ধতি যেখানে দুটি সত্যের বিচারের ভিত্তিতে তৃতীয় কোন সত্যের অনুমতি করা হয়।(যোসেফ) তার " An introduction to logic" গ্রন্থে বলেন হনুমান হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার যুক্তি যেখানে একই তৃতীয় পদের সাথে দুটি পদের উদ্দেশ্য ও বিধেয় আকারে সম্পর্ক থেকে পদ দুটির নিজেদের মধ্যে উদ্দেশ্য বিধেয় আকারের একটি সম্পর্ক অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।(সহানুমানের সাধারণ নিয়মাবলী)নিচে আলোচনা করা হলো: (প্রথম নিয়ম)প্রত্যেক সহানুমানে তিনটি পদ থাকে এবং এ তিনটি পদ সমগ্র যুক্তিতে সমান ব্যবহৃত হবে(2 নিয়ম)বৈধ সহানুমানে তিনটি বলে থাকবে।প্রথম দুটি বচনকে বলে আশ্রয়বাক্য এবং শেষের বচনটিকে বলে সিদ্ধান্ত।(তৃতীয় নিয়ম)বৈধ সহানুমানের আশ্রয়বাক্য দুটির যেকোনো একটিকে ব্যাপ্য হতে হবে।(চতুর্থ নিয়ম)কোনো সহানুমানের আশ্রয়বাক্যের অব্যাপ্য পদকে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য করা যায় না।যদি প্রধান এবং অপ্রাধান উভয় আশ্রয়বাক্যে কোন অব্যাপ্য থাকে, তাহলে সিদ্ধান্তে ও তাকে অব্যাপ্য রাখতে হবে।(5নিয়ম)সহানুমানের ক্ষেত্রে উভয় আশ্রয়বাক্যে নঞর্থক হলে তা থেকে কোন সিদ্ধান্ত অনুমতি হতে পারে না।(6নিয়ম)কোন সহানুমানের ক্ষেত্রে প্রধান আশ্রয়বাক্য বিশেষ এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে তাদের থেকে কোন সিদ্ধান্ত অনুমতি হয় না।(7নিয়ম)কোন সহানুমানের একটি আশ্রয় বাক্য বিশেষ হলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিশেষ হবে।  **আরোহ কি? বৈজ্ঞানি ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ পার্থক্য?(**ভুমিকা)আরোহানুমান যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য পরিসরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।আরোহ হচ্ছে বিশেষ আশ্রয়বাক্যের উপর ভিত্তি করে সার্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার পদ্ধতি।সাবেকি যুক্তিবিদ্যায় আরোহকে প্রধানত প্রকৃত আরোহ এবং অপ্রকৃত বা তথাকথিত আরোহ আগে ভাগ করা হয়েছে।মিল,বেইন প্রমুখ গতানুগতিক যুক্তিবিদ আরোহমূল লল্ফকেই আরোহের প্রাণবিন্দু বলে মনে করে।(আরোহ)কতিপয় বিশেষ বস্তু বা ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে কোন সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করার পদ্ধতিকে আরোহ অনুমান বলে।এ অনুমান বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে জ্ঞান লাভ করা হয়,তার উপর নির্ভর করে সমগ্র শ্রেণি কিংবা জাতি সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায়।এরূপ কোন সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়।পর্যবেক্ষণলব্ধ কিংবা অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান সীমিত আকারেই সম্ভব।কোন সার্বিক বাক্য বিবৃত প্রমোদয় সমুদয় বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কোন বৃত্তির পক্ষে সম্ভব নয়।তাই একই জাতীয় কয়েকটি দৃষ্টান্ত কখনো বা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের সমজাতীয় সব বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত গঠন করা হয়।সিদ্ধান্ত গঠনের এ প্রক্রিয়াকে আরোহ অনুমান  বলে।(বৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক আরবের মধ্যে পার্থক্য)(1)বৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকৃতির একানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ বিধি নামক দুটি পূর্বানুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকৃতির একানুবর্তিতার নীতির উপর নির্ভর করলে কার্যকারণ বিধির উপর কোন গুরুত্বারোপ করে না।(2)আরো হনুমানের উপর উভয় পূর্বানুমানের উপর নির্ভরশীল বলে বৈজ্ঞানিক আরোহ যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা নিশ্চিতমূলক।এ ধরনের আরোহের সিদ্ধান্ত সত্য ছাড়া মিথ্যা হতে পারে না।কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ কার্যকারণ বিধির উপর নির্ভর করে না বলে এর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য সত্য প্রতিষ্ঠা করে মাত্র।(3)বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।আর এ কারণে সে সার্বিক সত্য প্রতিষ্ঠা করার সময় আরোহের পদ্ধতিকে যথাযথভাবে পালন ও প্রয়োগ করে।কিন্তু অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলোকে সে যথাযথভাবে পালন ও প্রয়োগ করতে পারে না(4)বৈজ্ঞানিক আরোহ যেহেতু একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া,সে কারণে সে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে তার উদ্দেশ্য বিধেয়ের মধ্যকার সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়।কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ এ লোকিক প্রক্রিয়া বলে তার মধ্যে এ লক্ষ্য নেই(5)বৈজ্ঞানিক আরোহ কখনোই কোন কিছুকে প্রমাণ করতে না পারলে সে ব্যাপারে কোন বিবৃতি দেয় না।কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনেক সময় গৃহীত বিষয়কে ভালোভাবে প্রমাণ না করে সে বিষয়ে বিবৃত প্রদানের সচেষ্ট হয়ে পড়ে।  **নিরক্ষণ কি?পরীক্ষণ এর তুলনায় নিরীক্ষণের সুবিধা?(**ভূমিকা)চিন্তার মৌলিক নিয়ম গুলো অবরোহ ও আরোহ উভয় প্রকারে অনুমানের মূল ভিত্তি।যেসব মৌলিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে আরোহ অনুমান সম্ভব করে তোলা হয় তাদেরকে আরোহের ভিত্তি বলা হয়।আরোহ অনুমান আশ্রয়বাক্যের আকারগত সত্যতা বিচার করার সাথে সাথে সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতা বিচার করে।এদিক থেকে আরোহের ভিত্তি দুটো।যথা 1আকারগত ভিত্তি 2বস্তুগত ভিত্তি(নিরীক্ষণের সংজ্ঞা)কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের ঘটনা নিয়ন্ত্রিত ও নির্বাচনমূলক প্রত্যক্ষণকে নিরীক্ষণ বলে।অন্যভাবে বলা যায় উদ্দেশ্যপূর্ণ সক্রিয় মন নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাই হলো নিরীক্ষণ।অন্যভাবে বলা যায়,উদ্দেশ্যপূর্ণ সক্রিয় মন নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাই হলো নিরীক্ষণ। (পরীক্ষণের তুলনায় নিরক্ষনের সুবিধা)(প্রথমত)পরীক্ষণে দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়ানো যায়,নিরীক্ষণে তা সম্ভব নয়।পরীক্ষণে গঠনা সৃষ্টির সমস্ত উপকরণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।ফলে প্রয়োজনীয় ঘটনা আমরা যতবার খুশি ততবার সৃষ্টি করতে  পারি।কিন্তু নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঘটনার জন্য আমাদেরকে প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়।(দ্বিতীয়ত)পরীক্ষণের ঘটনা সৃষ্টির সম্ভাব্য উপাদান পৃথক করা সম্ভব কিন্তু নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।উদাহরণস্বরূপঃবাতাসে মিশ্রিত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস দুটির মধ্যে কোনটি দহন ক্রিয়ার সহায়ক তার নির্ণয়ের জন্য উক্ত গ্যাস দুটিকে পৃথক প্রার্থীর রেখে তাদের ভিতরে জলন্ত বাতি ঢুকিয়ে দিলে ফলাফল পাওয়া যায়।(তৃতীয়)পরীক্ষনের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত কিন্তু নিরীক্ষণের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য।পরীক্ষণের ক্ষেত্রে গবেষণাগার বিষয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।ফলে পরীক্ষণের সিদ্ধান্তটি নির্ভুল ও নিশ্চিত হয়ে থাকে।কিন্তু নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের তাড়াহুড়া করে ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হয়।ফলে নিরীক্ষণের সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত না হয়ে সম্ভাব্য হয়ে থাকে।(চতুর্থ)পরীক্ষণ একটি সপরিচালিত পদ্ধতি কিন্তু নিরীক্ষণ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল একটি পদ্ধতি।আমরা ইচ্ছা করলেই গবেষণাগারে পানি বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তার উপর নিরীক্ষণ করতে পারি।কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলেই আগ্নেয়গিরি নিরীক্ষণ করতে পারি না।(পঞ্চমত)বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পরীক্ষণ অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে।কিন্তু নিরীক্ষণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।(ষষ্ঠ)পরীক্ষণ এর ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব কিন্তু নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। | **মিল কেন পরীক্ষন পদ্ধতি প্রবর্তন করে?যৌথ অম্বয়ী ব্যতিরেকি পদ্ধতি?** (ভুমিকা) (যৌথ পদ্ধতি)যে পদ্ধতি সাহায্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে অনুসন্ধেয় ঘটনার একাধিক দৃষ্টান্তের সকল ক্ষেত্রেই একটি পূর্বগের উপস্থিতিতে একটি অনুগের উপস্থিতি এবং একই পূর্বগের অনুপস্থিতিতে একই অনুগের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে পরবর্তী ঘটনাকে কার্য মনে করা হয় তাকে যৌথ অম্বয়ী ব্যতিরেকি পদ্ধতি বলে।যুক্তিবিদ মিল তার a system of logic গ্রন্থে বলেন,আলোচ্য ঘটনার উপস্থিত দুই বা ততধিক দৃষ্টান্তে যদি মাত্র একটি বিষয়ে অমিল থাকে, তাহলে যে ঘটনাটির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ফলে এই দুই দৃষ্টান্ত সমষ্টির মধ্যে একমাত্র পার্থক্য সূচিত হয় তা ওই ঘটনার কার্য অথবা কারণ অথবা কারণের অপরিহার্য অংশ বলে বিবেচিত হবে।দৈনিক জীবনে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করতে হলে আলোচ্য ঘটনার দৃষ্টান্ত এবং ওই একই ঘটনার দুই বা ততোধিক নঞর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করতে হয়। প্রতীকি উদাহরনের সাথে প্রকাশ করা হলো সদর্থক দৃষ্টান্তসমূহ | নঞর্থক দৃষ্টান্তসমূহ পূর্ববর্তী |পূর্ববর্তী | পূর্ববর্তী | পূর্ববর্তী ঘটনা | ঘটনা ঘটনা | ঘটনা ম ল শ |র প ল |ত থ দ |প ফ ব ম ত ন |র দ ল |ষ ন চ |জ ক ল ম ক খ |র ত ন |শ প ব |ষ অ ই  **দৃষ্টান্ত সহকারে A,E,I,O বচনের ব্যাখ্যা?** (ভূমিকা)যুক্তিবিদ্যায় যুক্তির বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলোচনা করে।বচন বা অবধারণ হচ্ছে যুক্তির অনিবার্য অবয়ব।বচন ছাড়া যুক্তি বা ন্যায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।তাই সাবেকি ও প্রতীকি যুক্তিবিদ্যায় বচনের আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।(অস্তিত্বসূচক বচন)যৎসামান্য ও বিশেষ গুণ ও পরিমাণের সংযুক্ত ভিত্তিতে অস্তিত্বসূচক বচন চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।যথা:1সামান্য সদর্থক সব লোক হয় মরণশীল।2সামান্য নঞর্থক-সব মানুষ পূর্ণ নয়3বিশেষ সদর্থক-কোনো কোন মানুষ হয় বুদ্ধিমান4বিশেষ নঞর্থক-কোন কোন মানুষ নয় সরল। লক্ষ্য করা যেতে পারে,প্রত্যেকটি বচনের পরিমাণ তার গুণের উপর নির্ভর করে। উপরিক্ত চার ধরনের বচনকে যথাক্রমে A,E,Iএবং Oএ চারটি অক্ষর দিয়ে চিহ্ন করা হয়। 1সামান্য সদর্থক2সামান্য নঞর্থক3বিশেষ সদর্থক4বিশেষ নঞর্থক(A,E,Iএবং O বচনের অস্তিত্বসূচক তাৎপর্য)আমরা জানি আদর্শ আকারে একটি নিরপেক্ষ  বচনের পৃথক চারটি ধরন রয়েছে।এ ধরন গুলোর প্রতিটি এক একটি বচন নামে পরিচিত।এগুলো হচ্ছে A,E,Iএবং o বচন।প্রশ্ন হচ্ছে এই চার ধরনের আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ বচন প্রকৃতির অস্তিত্ব মূলক তাৎপর্য আছে কি?A,E,Iএবং O এদের প্রতিটি কোন বিশেষ বস্তু,ব্যক্তি বা বিষয়ের অস্তিত্ব নির্দেশ করে কি?এই নিয়ে যুক্তিবাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে।তার মধ্যে i ও O বোচনের অস্তিত্ব মূলক তাৎপর্য রয়েছে। কিন্তু A ও E বচনের কোন অস্তিত্ব মূলক তাৎপর্য নেই।নিচে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।(গতানুগতিক যুক্তিবিদদের মতামত)গতানুগতিক যুক্তিবিদদের মতে,উল্লেখিত চার ধরনের প্রতিটি নিরপেক্ষ বচনই কোনকিছুর অস্তিত্ব নির্দেশ করে বলে তাদের প্রত্যেকটিরই অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য রয়েছে।(যোসেফ এর মতে)গতানুগতির যুক্তিবিদদের এ ধরনের বচনকে সমর্থন করে যোসেফ তাই বলেছেন,প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ বচনেরই অস্তিত্ব মূলক তাৎপর্য রয়েছে যেমন আমরা যখন বলি 'রানী এ্যানি হন মৃত'।তখন এ ধরনের বচনে রানী এ্যানির বর্তমান অস্তিত্ব ঘোষণা না করলেও অন্তত তার অতীত অস্তিত্ব ঘোষণা করে।অনুরূপভাবে বলা হয়,'সকল কুকুর হয় প্রভুভক্ত'এর দারা বর্তমানের কুকুর যে কেবল প্রভুভক্ত অস্তিত্বশীল তাই বুঝায় না।অতীতের কুকুরের অস্তিত্বশীল হওয়াকে নির্দেশ করে। তাই,A,E,I এবং O সব ধরনের বচনের অস্তিত্ব মূলক তাৎপর্য রয়েছে।যোসেফেরমতে, প্রতিটি বচনেরই প্রাধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য বা মিথ্যা। হওয়া।  **সঙ্গে কি?সংজ্ঞার মূলনীতি?** (ভূমিকা)যুক্তিবিদ্যায় যেসব শব্দ বা পদ ব্যবহার করা হয় সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে তাদের অর্থ ও তাৎপর্য সুস্পষ্টভাববে উপলব্ধি করা যায়। ফলে অনুমান বা চিন্তায় বিভ্রান্তির সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পায়।তাই যৌক্তিক চিন্তার ক্ষেত্রে সংজ্ঞা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।(সংজ্ঞা)সাধারণ অর্থে সংজ্ঞা শব্দটির অর্থ হলো কোন একটি কথা বা শব্দকে আরো পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য নানা কথা দিয়ে,উদাহরণ বা উপশমা দিয়ে ওই শব্দটিকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু যুক্তিবিদ অনুযায়ী কোন শব্দে পরিপূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিi যৌক্তিক সংজ্ঞা নামে পরিচিত।যে বাক্য বা বাক্য সমষ্টি কোন পদ বা শব্দের অর্থকে সুনিদৃষ্ট করে দেয় সে বাক্য বা বাক্যসমষ্টিকে ঐ পদের সংজ্ঞা বলা হয়।(সংজ্ঞার মূলনীতি)কপির মতে শংকর নিয়ম হল পাঁচটি1সংজ্ঞায়নের পদের অপরিহার্য গুণাবলী এর উল্লেখ থাকতে হবে 2সংজ্ঞা কোন অবস্থাতেই চক্রক হতে পারবেনা 3সংজ্ঞা কোন অবস্থাতেই অতিব্যাপক কিংবা অতি সংকীর্ণ হতে পারবে না4সংজ্ঞা কোন অবস্থাতেই দ্ধার্থবোধক দুর্বোধ্য অথবা আলঙ্কারিত ভাষা এ প্রকাশ করা যাবে না5কোন পদের সমর্থন সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব হলে কোন অবস্থাতেই তার সংজ্ঞা দেওয়া চলবে  না।(1কপি তার)"introduction to logic"গ্রন্থে বলেছেন যে পদটিকে সংজ্ঞায়িত করব বা করতে যাব প্রথমেই সে পথটির অপরিহার্য গুণাবলী উল্লেখ করতে হবে।একটি পদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গুন থাকতে পারে এবং অপরিহার্য গুণ,আবাফ কোন কোনটি তার অযৌক্তিক বা পরিহার্য গুণ।অপরিহার্য গুনগুলোই জাত্যর্থ নামে পরিচিত।(2কপি তার)introduction to logic"গ্রন্থে বলেছেন কোন পদের সংজ্ঞেয় ঐ পদ তার কোন সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা চলবে না।সংজ্ঞায় পদের অর্থকে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা যায়।কেউ সংজ্ঞায়নের এ নিয়মটিকে লংঘন করে সংজ্ঞার মূলপদ কিংবা তার কোন সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেন তাহলে তাকে চক্রক সংজ্ঞা এবং নিয়ম লঙ্ঘন গঠিত ত্রুটিকে চক্রক হেতাভাস বলে আখ্যায়িত করা চলে।(3কপি তার)introduction to logic গ্রন্থে বলেছেন যুক্তিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদের অপরিহার্য গুণাবলী বা জাত্যর্থের পরিপূর্ণ বিবরণ থাকতে হবে।সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদের জাত্যর্থের অতিরিক্ত গুণ কিংবা আংশিক গুণের উল্লেখ থাকলে চলবে না।(4কপি তার) গ্রন্থে বলেছেন সংজ্ঞায় পদের অর্থকে সুস্পষ্ট করে বলে মনে করে সংজ্ঞার দ্ধ্যর্থবোধক দুর্বোধ্য অথবা আলঙ্কারিক কোন শব্দ বা ভাষা কোন অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না।সংজ্ঞায় পদের অর্থকে সুস্পষ্ট করা হয়। কিন্তু সংজ্ঞায় দ্ধ্যার্থবোধক,দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে পদের অর্থ সুস্পষ্ট হওয়ার পরিবর্তে বরং অর্থ কুয়াশাচ্ছন্ন হয়।এতে করে সংজ্ঞার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। |